গাংনীতে অসহায় মানব কল্যাণ সংস্থার মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনীর অসহায় মানব কল্যাণ সংস্থাকে সাংগঠনিকভাবে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার দুপুরে গাংনী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সমাজসেবক ও সংগঠনের সভাপতি হাজি মহাসিন আলীর সভাপতিত্বে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলফাজ উদ্দীন, ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি এনামুল হক, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মশিউর রহমান, রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, বাশবাড়িয়া টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ স্বপন, তেরাইল-জোরপুকুরিয়া কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হক মিন্টু, ধানখোলা বিএম কলেজের অধ্যক্ষ মাহফুজুর রহমান শিলন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইয়াসিন আলী, গাংনী ইমাম জাতীয় ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা রুহুল আমিনসহ বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন পযার্য়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী হাসপাতাল বাজার কমিটির বার্ষিক বনভোজন ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

বার্ষিক বনভোজন ও পরিচিতি সভা করেছে মেহেরপুরের গাংনী হাসপাতাল বাজার কমিটি। শুক্রবার বাদ জুম্মা গাংনী উপজেলা ক্যাম্পাস আমবাগানে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী।

গাংনী হাসপাতাল বাজার কমিটির সভাপতি আসাদুজ্জামান বাবুর

সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য মজিরুল ইসলাম, গাংনী সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার আবুল হাসেম বাবু, পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিজানুর রহমান, পৌরসভা কর্মকর্তা-কর্মচারী এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা জামিরুল ইসলাম টিক্কা, সাবেক কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদ হাচিব।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বাজার কমিটির সম্মানীত সদস্যবৃন্দকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আহবান করেন। পরে কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা ও পরিচিতি তুলে ধরেন কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে বাজার কমিটির সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকগন উপস্থিত ছিলেন

আলমডাঙ্গায় ট্রেনের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় ট্রেনের ধাক্কায় বেলিয়া খাতুন নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুর ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বেলিয়া খাতুন (৫১) আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার রেল কলোনি পাড়ার জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী।

জানা যায়, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার রেল কলোনী এলাকার বেলিয়া খাতুন ও তার স্বামী জাহাঙ্গীর আলম দীর্ঘদিন ধরে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষাবৃত্তি করে বেড়ায়। জাহাঙ্গীরের একটি হাত নেই।

বেলিয়া খাতুন কানে কম শোনে। তার ভিক্ষাবৃত্তি শেষে বাড়ি ফেরার সময় লাল ব্রীজের কাছে পৌছায়। রেললাইন পর হওয়ার পার্বতীপুর থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী ডাউন মেইল মহানন্দ ট্রেনে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।

আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের ৪দিন পর নিজ বাড়িতে মিললো যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ

আলমডাঙ্গা পৌর গোবিন্দপুর মাঠপাড়ায় নিখোঁজের চারদিন পর পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে সাজ্জাদুল আলম চপল (৩৫) নামে এ যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের নিজ পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত সাজ্জাদুল আলম চপল ওই গ্রামের মাঠপাড়ার মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহেদ আলী গাজীর ছেলে।

এ ঘটনায় পুলিশ লাশ উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পোস্টমর্টেম রিপোর্টের জন্য পাঠায়।

জানা যায়, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহেদ আলী গাজীর ছেলে চপল নেশাগ্রস্থ ছিল। সে পরিবারের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ি মেহেরপুর জেলায় বসবাস করতো। আলমডাঙ্গায় তাদের বাড়িতে কেউ থাকতো না।

ওই পরিত্যক্ত বাড়ি থেকেই গতকাল শুক্রবার তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ইতো পূর্বে গত চারদিন আগে নিখোঁজ হয় চপল। শুক্রবার স্থানীয়রা নিজ ঘরের সামনে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে জানায়।

পরে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে।

স্থানীয়রা জানায়, চপল ও পরিবারের লোকজন তার শশুর বাড়িতে বসবাস করতো। বাড়িটি দীর্ঘদিন ব্যবহার না হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়ে থাকে। বাড়ির প্রবেশের গেট ও ঘরে তালাবদ্ধ হয়ে থাকে। বিকেলে বাড়ির ছাদে প্রতিবেশি কাপড় শুকাতে গেলে চপলের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পায়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, নিখোঁজের চারদিন পর নিজের পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে চপলের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সে নেশাগ্রস্ত ছিল।

ধারণা করা হচ্ছে আত্মহত্যা করেছে। সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আমরা সব দিক বিবেচনা করে তদন্ত করছি। উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

ঝিনাইদহে অ্যাড.রেজাউল করিম সুলতানের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের প্রগতিশীল রাজনীতির অন্যতম পূরধা এবং ঝিনাইদহের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সেবাদানকারী গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা মোজাফ্ফর ন্যাপ ও গনতান্ত্রিক পার্টির সভাপতি সর্বজনিন ব্যক্তিত্ব প্রয়াত অ্যাড. রেজাউল করিম সুলতানের স্মরণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঝিনাইদহ আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে অ্যাড. রেজাউল করিম সুলতান স্মরণ সভা বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার বিকালে এ নাগরিক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অ্যাড. রেজাউল করিম সুলতান স্মরণ সভা বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি পৃথৃীশ রঞ্জন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা আইনজীবি সমিতির সাবেক সভাপতি সিনিয়র আইনজীবী এ্যাডঃ আজিজুর রহমান।

এছাড়া স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক মাসুদ আহমেদ শন্জু, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগ নেতা আনিসুর রহমান খোকা, হরিণাকুণ্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মশিউর রহমান জোয়ার্দ্দার, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি অধ্যক্ষ আমিনুর রহমান টুকু, জেলা জাসদের সাবেক সাধারন সম্পাদক ফজলুল রহমান খুররম, এ্যাড.রেজাউল করিম সুলতানের সহধর্মিনী ও উইমেন্স ক্লাবের সভাপতি আফসানা আক্তার শিউলি,ওর্য়ার্কাস পার্টির সভাপতি নিমাই চন্দ্র দে, জেলা জাসদের

সভাপতি চন্দন চক্রবর্তী, বাসদের সাবেক নেত্রী তাহেরা বেগম জলি,ওর্য়ার্কাস পার্টির নেতা আজিজুর রহমান সালাম গণ শিল্পি সংস্থার সভাপতি উপাধ্যক্ষ আব্দুস সালাম, জেলা আইনজীবী সমিতি সাবেক সভাপতি ও পিপি এ্যাডভোকেট এ্যাডঃ ইসমাইল হোসেন, সিনিয়র আইনজীবী এ্যাডঃ আব্দুল মালেক, অ্যাড. হাফিজ উদ্দিন, ঝিনাইদহ জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি মোঃ রবিউল ইসলাম প্রমূখ।

বক্তারা মরহুম অ্যাড. রেজাউল করিম সুলতানের জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত করে বক্তৃতা করেন। স্মরণ সভাটি পরিচালনা করেন স্মরণ সভা বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব অ্যাড খোন্দকার লিয়াকত আলী।

মুজিবনগরে আনন্দ শোভাযাত্রা

মেহেরপুরের প্রয়াত সাবেক এমএনএ, বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর, মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, বাংলাদেশ স্বাধীনতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধে অসমান্য অবদানের স্বীকৃতি-স্বরুপ, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজনকারীর অন্যতম সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন বিশ্বাস’কে “স্বাধীনতা পুরস্কার (মরণোত্তর)-২০২২” এ ভূষিত করায় ও মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে “মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়” অনুমোদন দেওয়াই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি’কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মুজিবনগরবাসীর পক্ষ থেকে একটি আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারের অগ্রণী ব্যাংক এর সামনে থেকে র্যালীটি শুরু হয়ে বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে চার রাস্তার মোড়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় জেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম সদস্য রফিকুল ইসলাম তোতা, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন বাবলু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম গাইন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম,

উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দু, জেলা পরিষদ সদস্য শাহিন উদ্দিন শাহিন, যুবলীগনেতা হাসানুজ্জামান লালটু, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দিন লাভলু, সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব, সহ উপজেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, সেচ্ছাসেবকলীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আনন্দ র্যালীতে অংশ নেন।

ঝিনাইদহে আ.লীগ নেতার নামে মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ

ঝিনাইদহ সদর থানা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক আবু সাঈদ বিশ্বাসের নামে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকাল ৪টায় শহরের পায়রা চত্বরে মানববন্ধন এবং প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন কর্মসূচির আয়োজন করে পাগলাকানাই ইউনিয়নবাসী।

ঘন্টাব্যাপী এ মানববন্ধনে রাজনৈতিক, সামাজিক নেতৃবৃন্দ ও পাগলাকানাই ইউনিয়নের কয়েক হাজার নারী পুরুষ অংশ নেয়। মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে অংশগ্রহণকারীরা।

বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

এসময় বক্তারা বলেন, গত ২৯ মার্চ দুপুরে ঝিনাইদহ বাস-মিনিবাস কোচ ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ওলিয়ার রহমানের সাথে আওয়ামী লীগ নেতা আবু সাঈদ বিশ্বাসের তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাক-বিতান্ডা হয়।

এ ঘটনাকে পুঁজি করে কিছু কুচক্রি মহল আবু সাঈদ বিশ্বাসসহ কয়েকজনের নামে ষড়যন্ত্রমূলক মালমা দায়ের করে। যা সম্পূর্ন মিথ্যা ও বানোয়াট বলে দাবি করেন তারা।

বক্তরা অভিযোগ করে বলেন, আবু সাঈদ বিশ্বাসের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ শ্রমিক আন্দোলনকে পুঁজি করে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করছে। দ্রুত এ মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান। মামলা প্রত্যাহার না করা হলে আগামীতে আরো কঠোর কর্মসূচির হুশিয়ারী দেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে পাগলাকানাই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক হাসেম আলী, কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, যুবলীগ নেতা ইকবাল বিশ্বাস ও ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল ইসলামসহ শত শত নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

৭ কোটি ৮৭ লাখ টাকার ৯৯টি সোনার বার উদ্ধার! আটক-১

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার জুলুলী গ্রামের করিমপুর মোড় থেকে আনুমানিক ৮ কোটি টাকা মুল্যের ৯৯টি সোনার বারসহ একজন বহনকারীকে আটক করেছে বিজিবি।

শুক্রবার সকালে একটি মটরসাইকেল যোগে বিজিবির তল্লাসী চৌকি পার হওয়ার চেষ্টা করলে তাকে আটক করা হয়। এ সময় একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে অভিনব কায়দায় রাখা ৯৯টি সোনার বার উদ্ধার হয়।

আটককৃত ব্যক্তির নাম ইব্রাহীম খলিল। পেশায় দর্জি শ্রমিক। ইব্রাহীম মহেশপুর উপজেলার জাগুসা গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে।

মহেশপুর ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক শাহীন আজাদ শুক্রবার দুপুরে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, মহেশপুর সীমান্তের মাটিলা বিওপির টহল দল জুলুলী গ্রামের বটতলা এলাকায় চোরাচালান বিরোধী অভিযানের সময় ইব্রাহিম খলিল নামে ওই যুবকের মটরসাইকেলের গতিরোধ করে।

এ সময় সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বিজিবি তাকে আটক করে প্লাস্টিকের ব্যাগ তল্লাশী করে টেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় ১২ কেজি ৫৩০ গ্রাম ওজনের ৯৯টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করে, যার আনুমানিক মুল্য ৭ কোটি ৮৭ লাখ টাকা।

বিজিবির জিজ্ঞাসাবাদে বহনকারী ইব্রাহীম খলিল জানান, এই সোনার বার তার দুলাভাই মহেশপুরের লেবুতলা গ্রামের গোলাম মোস্তফার বাসায় পৌছে দিতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। চোরাকারবারী মোস্তফার দুই স্ত্রী।

বহনকারী ইব্রাহীম খলিল মোস্তফার ছোট স্ত্রীর ভাই। শুক্রবার সকালে মহেশপুরের ভাড়া বাসা থেকে সোনার বারগুলো লেবুতলা গ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইব্রাহীমের কাছে দেয়।

জাগুসা গ্রামের বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, লেবুতলা গ্রামের গোলাম মোস্তফা একজন চিহ্নিত চোরাকারবারী। প্রশাসনের নাকের ডগায় এই গোলাম মোস্তফা দীর্ঘদিন ধরেই সোনা, অস্ত্র ও মাদকসহ বিভিন্ন পন্য ভারত ও বাংলাদেশে পাচার করে থাকে।

শুক্রবার এই সোনা তার শ্যালক দর্জির দোকানদার ইব্রাহীম খলিলকে দিয়ে মহেশপুর শহর থেকে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে লেবুতলা গ্রামে নিয়ে যাচ্ছিল।

বিষয়টি নিয়ে মহেশপুর ৫৮ বিজিবির সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় মহেশপুর থানায় একটি মামলার পক্রিয়া চলছে। সোনার আসল মালিককে আটকের চেষ্টা চলছে।

মোবাইল ফোনে গেম খেলার প্রলোভন দিয়ে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ চেষ্টা। অভিযুক্ত আটক

সাড়ে তিন বছর বয়সী শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে নাকরাজ হোসেন
(১৪) নামের এক কিশোরের নামে মুজিবনগর থানায় মামলা দায়ের করেছেন শিশুটির মা শিউলি বেগম।

শুক্রবার সকালের দিকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯ (৪) মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং-১।

অভিযুক্ত নাকরাজকে সকাল ১১ টার দিকেই মুজিবনগর থানা পুলিশ আটক করে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। নাকরাজ মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের রিয়াজ শেখ ছেলে।

মুজিবনগর থানার তদন্ত অফিসার শরীফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন শিশুটিকে তার মায়ের হেফাজতে রাখা হয়েছে। শিশুটিকে আদালতে নিয়ে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট জবানবন্দী রেকর্ড করার প্রস্তুতি চলছে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে গত গত বুধবার বলা ১১ টার দিকে রশিকপুর গ্রামের ওই শিশুটিকে (৩ বছর ৫ মাস) বয়সী মোবাইলে গেম খেলার প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিবেশী নাকরাজ বাড়িতে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে।

এ ঘটনার কিছুক্ষণ পর শিশুটি বাড়িতে চলে আসে। পরে তার যৌনাঙ্গে ব্যাথা করছে বলে শিশুটি তার মাকে জানায়। পরে শিশুটির প্যান্ট খুলে প্রসাব নালী দিয়ে রক্ত বের হতে দেখেন তার মা।

শিশুটিকে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা করান। গতকাল বিকালে বিষয়টি মিমাংসার জন্য স্থানীয় মন্ডল মাতব্বরা বসার চেষ্টা করেন।

পরে মুজিবনগর থানা পুলিশ ওই শিশুটিকে উদ্ধার করে থানায় নেন। ঘটনার দুই দিন পর শিশুটির মা বাদী হয়ে অভিযুক্ত নাকরাজের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন।

স্থানীয়রা জানান নাকরাজের পিতা রিয়াজ শেখ এলাকায় বহু বিবাহের জনক। রিয়াজ শেখের ৩ টি স্ত্রী। এছাড়া নকরাজের মা রিয়াজ শেখকে তালাক দিয়ে অন্যত্রে বিয়ে করে চলে গেছে। নাকরাজ এলাকায় বখাটে ছেলে হিসেবেই পরিচিত।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাতীয়

পুরস্কার পেল কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে

স্বাস্থ্যখাতে বিশেষ অবদান রাখায় জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে ২০২০ সালের ‘স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কারে’ ভূষিত হয়েছে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স।

গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের হাত থেকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পুরস্কার গ্রহন করেন, উপজেলা স্বাস্থ্য প্রশাসক ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ জানান, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবার মানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও বড় স্বীকৃতি হচ্ছে “জাতীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী পুরস্কার”।

কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চারবার এই পুরস্কারের গৌরব অর্জন করলো। উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের এই অর্জনের জন্য তিনি স্থানীয় সাংসদ, স্বাস্থ্য বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারী, উপজেলা পরিষদ, উপজেলা প্রশাসন ও পৌরসভা সহ এলাকার মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞাতা জানান।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলমের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন, কমিউনিটি ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডা. এম ইকবাল আর্সলান, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের মহাসচিব অধ্যাপক ডা. এম আব্দুল আজিজ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি ডা. বারডান জাং রানা, এইচএসএস কোর কমিটির সভাপতি ও স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কাজী জেবুন্নেছা বেগম প্রমূখ।